যীশুই সেই বর

(Jesus is the Bridegroom)

লূক ৫ অধ্যায় ৩৩-৩৯ পদ

লোকে যখন আপনার বিরোধিতা করে বা তারা যখন আপনার সমালোচনা করে, তখন আপনি কী করেন? খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা এ ব্যাপারে আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ যীশু খ্রীস্টের পার্থিব জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করব। কারণ, যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে ক্রমশ এবং ধারাবাহিক ভাবে তাঁর বিরোধীদের মোকাবিলা করেছেন। তাঁর পরিচর্যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকে তাঁর সমালোচনায় মুখরিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বৎসরের পরিচর্যা, কিন্তু তাঁর বিরোধীরা সর্বদা তাঁর কথা ও কাজে ভুল ধরতে তাঁকে অনুসরণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ঈশ্বর-পুত্র, নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক যীশুর প্রতি যদি এমন ঘটে থাকে, তাহলে তাঁর অনুসরণকারী বিশ্বাসী আমাদের জীবনে বিরোধিতা ও সমালোচনার মোকাবিলা করা কত না স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ, তিনি নিজে এমন কথা বলেছেন, ***"দাস প্রভু থেকে বড়ো নয়, লোকে যখন আমাকে তাড়না করেছে, তখন তোমাদেরও তাড়না করবে"*** (যোহন ১৫২০)।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা লূকের লেখা সুসমাচার থেকে শিখছি, আর দেখতে পাচ্ছি যে, বিরোধীদের দিয়ে যীশুর সমালোচনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর আগে আমরা করগ্রহণকারী লেবি বা মথিকে নিজের শিষ্য হিসাবে যীশুকে আহ্বান করতে দেখেছি। আর যীশু যখন এইভাবে লেবির মতো তাথাকথিত একজন পাপীকে কেবল ক্ষমা করা নয়, কিন্তু নিজের শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন সে এত আনন্দ পেল যে, যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় যীশুর সম্মানে তাঁর পুরানো বন্ধুদের ডেকে তার বাড়ীতে একটি ভোজের আয়োজন করল। এখন, তা দেখে যীশুর বিরোধীরা যীশুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আরও সুযোগ পেয়ে গেল। তারা যীশুর সমালোচনা করে বলল, যীশু ও তাঁর শিষ্যরা করগ্রহণকারী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করেন। বিগত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, তাদের সমালোচনা শুনে যীশু চুপ করে থাকেননি; পরিবর্তে, তাঁর এমন আচরণের পক্ষে জোর সওয়াল করে বলেছেন, ***"সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই আছে। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের ডাকতে এসেছি, যেন তারা মন ফিরায়"*** (লূক ৫৩১-৩২)।

ফরীশী ও তাদের অধ্যাপকরা যীশুর দ্বারা এইভাবে ভর্ৎসনা লাভ করার পরও যীশুর বিরোধিতায় কোনও ভাবে দমে যায়নি। ৩৩ পদে আমরা দেখতে পাই, তারা ক্রমশ যীশু ও তাঁর শিষ্যদের বিরোধিতা ও সমালোচনা করে চলেছে। এবারে তারা উপবাস করার বিষয় যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সমালোচনা করেছে। কিন্তু এখানেও আমরা দেখতে পাই, যীশু সরাসরি তাদের সমালোচনার উত্তর দিয়ে বলেছেন, বর সঙ্গে থাকতে বাসর ঘরের লোকদের উপবাস করা ঠিক নয়।

যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ-সংক্রান্ত যে রীতি প্রচলিত ছিল, তা হল, সদ্য-বিবাহিত নব-দম্পতির বাড়ীতে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অতিথিদের নিয়ে বিবাহ-ভোজ চলত। নব-দম্পতি সুন্দর পোষাকে, কখনও কখনও রাজা-রাণী সেজে সেই সপ্তাহটি উপভোগ করত। তাদের দৈনন্দিন জীবন ছিল কঠিন আর তারা ভালো করেই জানত যে, এমন সপ্তাহ আর কখনও ফিরে আসবে না। বিবাহ-উৎসবের এই দিনগুলিতে বরের সঙ্গীদের ''বাসর-ঘরের পুত্র" বলা হত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের এই ঘটনাকে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, উপবাস সম্বন্ধে তাদের সমালোচনার উত্তর দিয়ে যীশু বলেছেন, ''বর সঙ্গে থাকতে 'বাসর-ঘরের পুত্ররা' উপবাস করে না।" এর অর্থ, যীশুই হলেন সেই বর, যাঁর উপস্থিতিতে তাঁর অনুসরণকারীদের উপবাস মানায় না। যীশুর এই কথার অর্থ উপলব্ধি করতে, আসুন আমরা ধাপে ধাপে ঘটনাটিকে অনুসরণ করি।

ক। তাদের প্রশ্ন (৩৩ পদ) লেবির ঘরে অন্যান্য করগ্রহণকারী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করার বিষয় যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সমালোচনা করার বিষয় যীশুর কাছ থেকে ভর্ৎসনা লাভ করার পরেই, তারা, অর্থাৎ সেই সমস্ত ফরীশী ও তাদের অধ্যাপকরা (৩০ পদ) যীশুকে একটি প্রশ্ন করেছে, ***"যোহনের শিষ্যরা বার বার উপবাস করে, ফরীশীদের শিষ্যরাও সেইরূপ করে, কিন্তু তোমার শিষ্যরা ভোজন পান করে থাকে।"*** যদিও লূকের সুসমাচারে তাদের কথাকে বিবৃতির আকারে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু (মথি ৯৯১৪) এবং

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মার্কের (২১৮) সুসমাচারে একে প্রশ্নের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। লূকের সুসমাচারে একে বিবৃতির আকারে প্রকাশ করা হলেও, এর দ্বারা যে যীশুকে তারা একটি প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে, তা খুবই পরিষ্কার।

পুরাতন নিয়মে একমাত্র মহা-প্রায়শ্চিত্তের দিনে উপবাস করতে নির্দিষ্ট আদেশ করা হয়েছে (লেবীয় ১৬২৯, ৩১; এখানে 'প্রাণকে দুঃখ দেবার' অর্থ উপবাস)। কিন্তু এর পাশাপাশি উপবাস ছিল কোনও দুর্ঘটনা বা জাতীয় বিপর্যয়ের (নহিমিয় ১৪) প্রতি দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন (২শমূয়েল ১১২); কখনও কখনও আবার এ ছিল কৃত পাপের প্রতি অনুতাপের চিহ্ন (১রাজা ২১২৭)। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সাধিত হত, এর জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, শুরুতে উপবাসের মধ্যে গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য নিহিত ছিল। কিন্তু ব্যবিলনে বন্দিদশার সময়, যখন তারা পশু-বলিদানে অক্ষম হয়, তখন থেকে মানুষের মধ্যে যে চিন্তা মাথাচাড়া দিতে শুরু করে, তা হল, উপবাস হল ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রশংসা বা পুরস্কার পাবার উপায়। ফলস্বরূপ, উপবাস ক্রমশ বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে শুরু করে এবং এর ধর্মীয় মূল্য হারাতে শুরু করে। এই কারণে বন্দিদশার সময় ও বন্দিদশার পরিবর্তী সময়ে ঈশ্বরের ভাববাদীরা এই বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক উপবাসকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। তারা তাদের প্রচারে ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃত উপবাসের অর্থ ভোজন পান থেকে বিরত হওয়া নয়, কিন্তু পাপ ত্যাগ করা (সখরিয় ৭৫-১০)। এইভাবে উপবাস সংক্রান্ত ধর্মীয় ভণ্ডামি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায়, যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে ফরীশী এবং অন্যান্য ইহুদিদের মধ্যে সপ্তাহে দুইদিন (সোম ও বৃহস্পতি) উপবাস (লূক ১৮১২) নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশীলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এর সঙ্গে ব্যাপক হারে বাহ্যিক প্রকাশ ও ভণ্ডামি যুক্ত হয়েছিল (মথি ৬১৬; ৯১৪)। কিন্তু উপবাস সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা স্পষ্ট। তিনি কখনও উপবাসকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার অর্জনের উপায় হিসাবে চিন্তা করেননি, এর পালনে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাকেও তিনি অস্বীকার করেছেন। তথাপি, তিনি নিজে উপবাস করেছেন, ও একে স্বেচ্ছায় আধ্যাত্মিক আত্মসংযমের উপায় হিসাবে অনুমোদন করেছেন (মথি ৪২; ৬১৬-১৮)।

যীশুর সময় ফরীশীরা যেহেতু উপবাসকে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমোদন বা পুরস্কার লাভের উপায় হিসাবে চিন্তা করত, সেই হেতু তারা সপ্তাহে দুইবার উপবাস করত। অন্যদিকে, যোহন বাপ্তাইজকের শিষ্যরাও এই রীতি পালন করত, এবং তাদের মধ্যে কিছু শিষ্য ছিল, যারা যীশুর বিষয় যোহনের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে যীশুকে হিংসা করত (যোহন ৩২৬)। তাই, সেদিন যারা যীশুর কাছে এসেছিল, তারা তাদের সময়কার ধর্মীয় ঐতিহ্য মেনে যীশুর শিষ্যদের দ্বারাও বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক উপবাস পালন আশা করেছিল। কিন্তু সমসাময়িক প্রবণতাকে *(trend)* উপেক্ষা করে, যীশুর শিষ্যরা উপবাসের পরিবর্তে ভোজন পান করেই চলেছিল। তাই এই প্রশ্ন।

খ। যীশুর উত্তর (৩৪-৩৫ পদ) যীশুর শিষ্যরা অন্যদের ন্যায় কেন উপবাস করে না, এই প্রশ্নের উত্তরে যীশু বলেছেন, ***"বর সঙ্গে থাকতে তোমরা কি বাসর-ঘরের লোকদের উপবাস করাতে পার? কিন্তু সময় আসবে, যখন বর তাদের কাছ থেকে নীত হবেন, তখন তারা উপবাস করবে।"*** অর্থাৎ, সেই সময়কার দৈনন্দিন জীবনের একটি ঘটনা থেকে তিনি তাঁর উত্তরে বললেন যে, বিবাহ-অনুষ্ঠান চলাকালীন উপবাস করার কথা চিন্তা করা যায় না। বিবাহ-বাসরে বর ও কনের উপস্থিতি হল আনন্দ-উল্লাসের সময়, দুঃখপ্রকাশের সময় নয়। কিন্তু উপবাস হল দুঃখপ্রকাশের চিহ্ন। তাই, বর থাকাকালীন উপবাস করার কথা চিন্তা করা যায় না। কিন্তু বরকে যখন তাদের কাছে থেকে পৃথক করা হবে, তখন তারা দুঃখ করবে, উপবাস করবে।

এই কথার দ্বারা যীশু যে সত্য তুলে ধরেছেন, তা হল, যীশুই হলেন সেই বর, তিনি সেই সময় তাঁর কনে ও বাসর-ঘরের লোকদের মধ্যে বর্তমান; আর তাই কোনও উপবাস নয়, কিন্তু কেবল আনন্দ ও উৎসব। কিন্তু যীশু আরও জানেন যে, তাঁকে দুঃখভোগ করতে হবে ও মরতে হবে, যখন তিনি তাদের থেকে পৃথক হবেন, আর তখন তারা সেই দুঃখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোজন পান থেকে বিরত হবে। ***"তাদের কাছ থেকে নীত হবার"*** কথা বলে, যীশু এখানে নিজের মৃত্যুকে নির্দেশ করেছেন। যীশুর মৃত্যুতে তাঁর শিষ্যরা দুঃখপ্রকাশের চিহ্ন হিসাবে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উপবাস করবে।

এইভাবে নিজেকে বর হিসাবে উপস্থাপন করে, যীশু নিজেকে **ঈশ্বর বলে দাবি** করেছেন। কারণ পুরতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বর নিজেকে বর ও তাঁর প্রজাদের কনে হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যিশাইয় ৫৪৫-৬ পদে বলা হয়েছে, ***"কারণ তোমার নির্মাতা তোমার পতি (বর), তাঁর নাম বাহিনীগণের***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সদাপ্রভু; আর ইস্রায়েলের পবিত্রতম তোমার মুক্তিদাতা, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বলে আখ্যাত হবেন। কারণ সদাপ্রভু তোমাকে পরিত্যক্তা ও আত্মায় দুঃখিতা স্ত্রীর ন্যায়, কিংবা দূরীকৃতা যৌবনকালীয় ভার্য্যার ন্যায় ডেকেছেন, ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন।'' আবার, যিশাইয় ৬২৪-৫ পদে বলা হয়েছে, *"লোকে তোমাকে আর পরিত্যক্তা বলবে না, এবং তোমার ভূমিকে আর ধ্বংসস্থান বলবে না; কিন্তু তুমি হিফসীবা (উহাতে আমার প্রীতি), তোমার ভূমি বিয়ূলা (বিবাহিত) নামে আখ্যাত হবে? কারণ সদাপ্রভু তোমাতে প্রীত, এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা হবে। বস্তুত, যুবক যেমন কুমারীকে বিবাহ করে, তেমনই তোমার পুত্ররা তোমাকে বিবাহ করবে; এবং বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনই তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ করবেন।''* এ ছাড়াও যিরমিয় ২২; যিহিস্কেল ১৬, ও হোশেয় ২১৪-২৩ পদে ঈশ্বর নিজেকে বর ও তাঁর প্রজাদের কনে বলেছেন। এখানে, এইভাবে নিজেকে বর হিসাবে তুলে ধরে, যীশু একদিকে যেমন নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছেন, তেমনই অন্যদিকে আমাদেরকে তিনি বাসর-ঘরের লোক বলে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ, আমরা যখন উপলব্ধি করি যে তিনিই ঈশ্বর, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কীত না হয়ে থাকতে পারি না।

এই কথার দ্বারা যীশু খ্রীস্টবিশ্বাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন, আর তা হল, খ্রীস্টবিশ্বাস কোনও ধর্ম নয়, যা কেবল বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব; কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাস হল, যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক আনন্দ ও উল্লাসে পূর্ণ। যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের সারাংশ হল বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান ও বাধ্যবাধকতা; সেখানে খ্রীস্টবিশ্বাস হল তাঁর সন্তানদের মধ্যে ঈশ্বরের আগমন ও তাদেরকে কনে হিসাবে গ্রহণ।

গ। দৃষ্টান্ত (৩৬-৩৯ পদ) ৩৬ পদে লূক লিখেছে, *"আরও তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত বললেন।''* যদিও একটি দৃষ্টান্ত বলার কথা লূক লিখেছে, কিন্তু বাস্তবে যীশু দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, একটি কাপড় সংক্রান্ত এবং অপরটি দ্রাক্ষারসের কুপা সংক্রান্ত।

(১) কাপড়ের দৃষ্টান্ত (৩৬ পদ) প্রথম দৃষ্টান্তে যীশু বলেছেন, *"কেউ নতুন কাপড় থেকে টুকরো ছিঁড়ে পুরাতন কাপড়ে লাগায় না; তা করলে নতুনটাও ছিড়তে হয়, এবং পুরাতন কাপড়েও সেই তালি মিলবে না।''* পুরাতন কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালি দেওয়া কেন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তার পক্ষে আমরা যীশুকে এখানে দুটি যুক্তি দিতে দেখছি। প্রথমত, নতুন কাপড় থেকে যদি টুকরো কাটা হয়, তাহলে নতুন কাপড়টি নষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়ত, পুরাতন কাপড়ের রং উঠে যাওয়ায়, তার সঙ্গে নতুন কাপড়ের টুকরো মেলে না। কেবল তা-ই নয়, জল লাগলে নতুন কাপড় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে, কিন্তু পুরাতন কাপড় সঙ্কুচিত হয় না। ফলস্বরূপ, সেলাই করা অংশ থেকে সেই তালি ছিঁড়ে যায় (মথি ৯১৬)। ফলস্বরূপ, দুটি কাপড়ই নষ্ট হয়।

এই দৃষ্টান্তের দ্বারা যীশু যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা হল, যীশুর সুসমাচারকে সমসাময়িক কোনও ধর্মীয় চিন্তা, শিক্ষা বা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া সম্ভব নয়। সেই সমস্ত ফরীশী ও তাদের অধ্যাপকরা চেয়েছিল, যীশুর শিক্ষা ও সুসমাচারকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে জোড়াতালি দিতে। ইহুদি ধর্মের মূল শিক্ষা যেখানে সৎকাজের দ্বারা পরিত্রাণ অর্জন, তাকে কখনও যীশুর সুসমাচারের সঙ্গে জোড়া তালি দেওয়া সম্ভব নয়। যীশুর শিক্ষা ফরীশী ও অধ্যাপকদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, তারা যখন নিজেদের ধার্মিক জ্ঞান করত (লূক ১৬১৫; ১৮৯), তখন যীশু পাপের জন্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন (লূক ৫৩ মথি ৪১৭)। তারা যখন নিজেদের ধর্মীয় পদমর্যাদায় গর্ব করেছে (লূক ২০৪৬-৪৭), তখন যীশু আত্মাতে দীনহীনতা, মৃদুশীলতা বা নম্রতার কথা ঘোষণা করেছেন (মথি ৫৩-৫)। তারা যখন বিধানের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক পালনের প্রতি জোর দিয়েছে, তখন যীশু হৃদয় তথা আভ্যন্তরীন দিককে জোর দিয়েছেন (মথি ১৫৭-৯; লূক ১১৩৯-৫২)। তারা মানুষের দৃষ্টিতে প্রশংসা আকাঙ্ক্ষা করেছে, কিন্তু যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার কথা বলেছেন (মথি ২৩৫-৭; যোহন ১২৪৩)।

আমরা যেন যীশুর এই দৃষ্টান্তে পুরাতন কাপড়ের দ্বারা **পুরাতন নিয়মকে** নির্দেশ না করি। কারণ সেখানে ঈশ্বর তাঁর অনন্ত বিধান তাঁর প্রজাদের জানিয়েছেন; তা হল পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম (রোমীয় ৭১২); যার অবসান করতে নয়, কিন্তু পূর্ণ করতে যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন (মথি ৫১৭-১৯)। পরিবর্তে, এখানে পুরাতন কাপড় বলতে, ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের তৈরী আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব, নৈতিক বিধি-নিষেধকেই (মথি ১৫৩-৬) যীশু নির্দেশ করেছেন, যা ঈশ্বরের পবিত্র বিধানকে অস্পষ্ট করে তুলেছিল। যীশু তাদের সেই বিধি-নিষেধের পুরাতন কাপড়ে তার সুসমাচারের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তালি দিতে আসেননি। তিনি তাঁর নতুন পরিত্রাণ-বস্ত্রের (যিশাইয় ৬১১০) দ্বারা ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের ভ্রান্ত শিক্ষার পুরাতন কাপড়কে দূর করতে এসেছিলেন। আর সেই নতুন পরিত্রাণ-বস্ত্র হল, কেবল অনুগ্রহের দ্বারা যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ।

(২) দ্রাক্ষারসের কুপার দৃষ্টান্ত (৩৭-৩৯ পদ) এ বিষয়ে যীশু যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন, তা হল, পুরাতন কুপায় কেউ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, টাটকা দ্রাক্ষারস নতুন কুপাতেই রাখতে হয়। কারণ টাটকা দ্রাক্ষারসে পুরাতন কুপাকে ফাটিয়ে দেয়। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সময় দ্রাক্ষারস পশুর চামড়ার তৈরী পাত্রে রাখা হত। এখন, টাটকা দ্রাক্ষারস যখন এই ধরণের পাত্রে রাখা হত, তখন টাটকা দ্রাক্ষারসের মধ্যে ক্রমশ গেজে ওঠার কাজ চলত। এর ফলস্বরূপ, যে গ্যাস উৎপন্ন হত, তা সেই চামড়ার পাত্রকে সম্প্রসারিত করত। কিন্তু সেই চামড়ার পাত্র পুরানো পাত্র হলে, যা পূর্বেই সম্প্রসারিত হয়েছে, তার পক্ষে আর সম্প্রসারিত হবার কোনও জায়গা থাকত না, ফলস্বরূপ টাটকা দ্রাক্ষারসের দ্বারা উৎপন্ন গ্যাস সেই পাত্রকে ফাটিয়ে দিত। এর দ্বারা, একদিকে যেমন সেই পাত্রটি নষ্ট হত, অন্যদিকে দ্রাক্ষারসও চারিদিকে পড়ে যেত ও নষ্ট হত। তাই, টাটকা দ্রাক্ষারস নতুন কুপাতেই রাখতে হয়।

প্রথম দৃষ্টান্তটির মতো, এটির দ্বারাও এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অনুগ্রহের সুসমাচারকে কখনও সৎকার্য দ্বারা পরিত্রাণ অর্জনের পাত্রে ঢালা সম্ভব নয়। ইহুদি ধর্মীয় নেতারা যদিও যীশুর শিক্ষাকে তাদের বিধি-নিষেধের ধর্মীয় পাত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছে (তাদের মতো উপবাস করতে বলেছে), কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়। কারণ তারা একে অন্যের বিপরীত, কারণ সুসমাচার হল বিশ্বাসীর পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, যা মানুষের তৈরী সমস্ত নিয়মকে ধ্বংস করে থাকে (রোমীয় ১১৬)।

এখন এই সত্যের কাছাকাছি এসেও যারা যীশুর সুসমাচারকে গ্রহণ না করে, তাদের মিথ্যা ধর্মীয় আচরণের মধ্যে নিজেদের আটকে রেখেছিল, তাদের উদ্দেশে যীশুর বার্তা হল, *"পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করে কেউ টাটকা চায় না, কারণ সে বলে, পুরাতনই ভালো"* (৩৯ পদ)। মিথ্যা ধর্মীয় আচরণ মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। যেমন কোনও ব্যক্তি যখন পুরানো দ্রাক্ষারস পানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে নতুন দ্রাক্ষারসের কোনও স্বাদ থাকে না; ঠিক তেমনই যারা ইহুদি ধর্মীয় আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারা যীশুর সুসমাচারে আগ্রহী নয়। ২করিন্থীয় ৪৪ পদে পৌল লিখেছেন, *"এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খ্রীস্ট, তাঁর গৌরবের সুসমাচার-দীপ্তি তাদের প্রতি উদয় হয় না।"*

এখন যীশুই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন (যোহন ১৪৬); আকাশের নিচে মানুষের মধ্যে একমাত্র যে নামে আমরা পরিত্রাণ পাই, তা হল যীশু নাম (প্রেরিত ৪১২)। আর তাই, আমরা অবিশ্বাসীদের মিথ্যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বস্তি পেতে দেব না, কিংবা তাদের সেই মিথ্যা ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে যীশুকে জোড়াতালি দেওয়া অথবা সংমিশ্রিত করতে দেব না। ভারতবর্ষেও ানেক খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বাইবেলের শিক্ষাকে খুঁজে পেতে কিংবা বাইবেলের শিক্ষাকে আয়ত্ব করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে, বেদের মধ্যে কোথায় খ্রীস্টের আত্ম-বলিদানের অস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়, তার গবেষণা করা হয়েছে। এই কারণেই আবার, ভারতীয় আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্কৃতির মধ্যে খ্রীস্টীয় শিক্ষাকে রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে। আজ প্রভুর বাক্য আমাদের তা থেকে নিবৃত্ত হতে শিক্ষা দিচ্ছে। পরিবর্তে, আমরা সমুদয় জাতিকে শিষ্য করব, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত করব, যীশুর আজ্ঞা সকল পালন করতে তাদের শিক্ষা দেব (মথি ২৮১৯-২০)।

হ্যাঁ, যীশুই সেই প্রকৃত বর, যিনি তাঁর কনের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তিনি তাঁর কনেতে আনন্দ করেন এবং তাকে অনন্ত প্রেমে প্রেম করেন। প্রকাশিত বাক্য ১৯৬-৭ পদে বলা হয়েছে, *"হাল্লেলুইয়া, কারণ আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি রাজত্ব গ্রহণ করলেন। এস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং তাঁকে গৌরব প্রদান করি, কারণ মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হল, এবং তাঁর ভাষ্যা নিজেকে প্রস্তুত করল।"* খ্রীস্টই সেই বর, বিশ্বাসী আমরা, অর্থাৎ মণ্ডলী তাঁর কনে। কিন্তু কনে হিসাবে আপনি কি আপনার বর, তথা খ্রীস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com